অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 78-84
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

তৃষ্ণা বসাকের কথাসাহিত্য ও সমীক্ষা

কার্ত্তিক চন্দ্র পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

তৃষ্ণা বসাক ২৯ আগস্ট, ১৯৭০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরেই তিনি শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন। যাদবপুর বিলশ্ববিদ্যালয় থেকে কারিগরী ও প্রযুক্তিবিভাগে বি.ই. এবং এম. টেক করেন। বর্তমানে তিনি সরকারি মুদ্রণ সংস্থায় প্রশাসনিক পদ গ্রহণকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরদর্শী অধ্যাপনারত। সাহিত্য আকাদেমিতে অভিধান প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ বিচিত্র ও বিস্তৃত কর্মজীবন। বর্তমানে পূর্ণ সময়ের লেখিকা ও সম্পাদিকা।

তৃষ্ণা বসাক শৈশব থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন। নাটক দিয়ে লেখালেখি শুরু। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'সামগন্ধ রক্তের ভিতরে' -১৯৯২ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আবার কমল' - রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কবিতা ,গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস ,প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার মধ্য দিয়ে পাঠকবর্গকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। প্রায় ৪২ টির বেশি বই লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে, 'বাড়িঘর'(২০১১), 'অনুপ্রবেশ'(২০১৭), 'এখানে টাওয়ার নেই (২০১৭), 'টেসলার টাওয়ার'(২০২১), 'জয়াবতীর জয়যাত্রা'(২০২৩), 'নদী ও আগুনের উপাখ্যান'(২০২৩), 'অজিত সিং বনাম অজিত সিং'(২০২৩) ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গুলির মধ্যে রয়েছে-'ছায়াযাপন'(২০০৯), 'নির্বাচিত পঁচিশটি গল্প'(২০১৪), 'পঁচিশটি গল্প'(২০২২), 'শূন্য কাননের ফুল'(২০২৩) ইত্যাদি। তাঁর লেখার মধ্যে বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষদের জীবন সংগ্রাম এবং সমসাময়িক সংকটের প্রতিমূর্তি উঠে এসেছে। তৃষ্ণা বসাক এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ কবি ও কথাকার। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানগুলি রচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে।তষ্ণা বসাকের একটি অন্যতম উপন্যাস হলো ‘এখানে টাওয়ার নেই’। উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র সোহিনী,মানব,দীপা,বৌদি,জয়ী প্রভৃতি। 'এখানে টাওয়ার নেই' উপন্যাসটি ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনা। মানব সোহিনীর দার্জিলিং এ ভ্রমণের বর্ণনা। সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন স্বাদ পেতে চেয়েছে সোহিনী। ঘরের পুঁই মাচা কাতর তীর্থ যাত্রীর মতো কেউ কেউ কেউ আবার মোবাইলের টাওয়ার পেতে চেয়েছিল। আলোচ্য রচনায় সোহিনী ও মানবের দার্জিলিং ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সুন্দর বর্ণনার মধ্য দিয়ে সোহিনীর মনের গভীর ও সূক্ষ্ম মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবের সাথে থাকলেও সোহিনী দার্জিলিং এর প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। সোহিনী নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। সোহিনীর ভ্রমণের গন্তব্যস্থল দার্জিলিং হলেও প্রথমে রাজভাতখাওয়া তারপরে জলদাপাড়া রসিক বিল এবং পরে দার্জিলিংয়ে উপস্থিত হয়। সেখানকার কোথাও সুন্দর সুন্দর নদী যেমন হলং, চিরাখাওয়া, মালঙ্গি প্রভৃতি নদীর অপরূপ নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা মুগ্ধ করে। জলদাপাড়ায় বিভিন্ন পশু যেমন হাতি,চিতাবাঘ, হরিণ,সম্বর সর্বোপরি একশৃঙ্খ গন্ডারের দৃশ্য মোহিত করে তোলে। লেখিকা আলোচ্য উপন্যাসে দার্জিলিং এর অপরূপ পরিবেশের সাথে মানব ও সোহিনীর সম্পর্ক নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে। সেখানে মানব সোহিনীর স্বামী হলেও সোহিনী একাকী হতে চেয়েছে। এবং

সোহিনী বলেছে, 'আমি সেপারেশন চাই মানব।' [১] মানব সোহিনীর স্বামী হলেও দীপা বৌদির প্রতি অনুরক্ত। দীপা বৌদির সঙ্গে প্রেমের পরিচয়ের দ্বারা আলোচ্য রচনায় যৌনতার কদর্য রূপকে তুলে ধরেছে লেখিকা।মানবের আকাঙ্খা, আচরণ, মানসিকতা রোহিনীর মনকে বিভ্রান্ত এবং কলুষতাময় করে তোলে। শহরের বর্ণনা যেমন-

"শহরের অন্ধকার গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। হঠাৎ মদন মোহনতলার আলোর গাছ দেখে সবাই খুশি হয়ে উঠল। আর ঠিক তারপরেই একটা হোটেল পেয়ে গেল ওরা। হোয়াইট টাওয়ার।দোতলার টানা বারান্দায় পাশাপাশি দুটি ঘর। ২০২,২০৩। ঘরগুলো যতক্ষণ রেডি করা হচ্ছিল ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। নিচে ব্যস্ত রাস্তা সাইকেল রিকশার ফাঁকহীন সারি। উল্টো দিকের হোটেলে লোক ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। যাওয়ার সেই অবিচ্ছিন্ন স্রোত দেখে মানব নৈনিতালের গল্পটা শোনানোর তাগিদ অনুভব করল।" [২]

যদিও সেই ভোরের দ্বিতীয় সচেতন মিলন মুহূর্তে সোহিনী বলে উঠেছিল –

"আমি সেপারেশন চাই মানব কিন্তু এই সন্ধের সোহিনী যে ভঙ্গি, ভাষায় কথা বলল তার সঙ্গে যেন ইতিহাসের কোন যোগ নেই। তাদের সম্পর্কের ইতিহাস সোহিনীর আজন্ম লালিত স্তর চেতনার ইতিহাস।"[৩]

এছাড়াও জয়ী, দীপাবৌদির প্রসঙ্গ এনে লেখিকা নানা উপকাহিনী সংযোজন করেছেন। উপন্যাস সমালোচনায় বলা যায় সবাই চেয়েছিল কোন রকমে দার্জিলিঙে পৌঁছতে আর মানব যে চলেছিল এক অজানা অচেনা প্রকৃতির কাছে। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ থাকলেও একাধিক নারীরাও চেয়েছিল তার সংস্পর্শে আসতে। সোহিনী মানবের স্ত্রী হয়েও একাকী হতে চাইলেও সত্যিই কি বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল? কেন শুধু তাহলে মোবাইলের টাওয়ারের খোঁজ করেছিল।সব মিলিয়ে উপন্যাসটির কাহিনী চমকপ্রদভাবে লেখিকা গড়ে তুলেছেন অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় এবং আঙ্গিকে। দ্বন্দ্ব ও জটিল রহস্যে এবং বাস্তবতায় উপন্যাসটির দর্শন এক বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছিল এবং লেখিকার এক বিশেষ মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে আলোচ্য রচনার মধ্য দিয়ে। 'চরের মানুষ' অসামান্য উপন্যাস তৃষ্ণা বসাকের। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ব্যবচ্ছিন্ন বাঙালির মনোভূমি বিশ্লেষণে এক অনিবার্য সংযোজন। উপন্যাসটি পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপটে লেখা। প্রধান চরিত্র টুনু। প্রায় সম্পূর্ণ রচনাটি টুনু নামের এক কিশোরীর চোখ দিয়ে দেশভাগ পরবর্তী সামাজিক পূর্ণবিন্যাসকে বিবেচনা করতে চেয়েছে। এছাড়াও অমর শোভনার প্রেমের রূপ চিত্রিত হয়েছে। তৃষ্ণা বসাক এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ কবি ও কথাকার। তিনি প্রতিমুহূর্তে পাঠকের সামনে খুলে দিচ্ছেন অনাস্বাদিত জগৎ। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং সমস্ত গল্পগুলি থেকে শুধুমাত্র পঁচিশটি নির্বাচিত গল্প-সংকলনটি অপ্রকাশিত। স্থান পেয়েছে 'মৃদু বসন্ত', 'কয়েকটি বেড়াল', 'জল যাচক', 'অমেরুদন্ডী' এবং 'বৃষ্টি আসব' এর মতো কিছু উল্লেখযোগ্য এবং সাড়া জাগানো গল্প। এছাড়াও 'পঁচিশটি গল্প'- নামে তাঁর রচনায় অনিশ্চিত অনির্ণেয় এবং অকল্পনীয় গন্তব্যের বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পগুলি লেখকের অন্য কোনও সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সমকালীন সমাজ সচেতন লেখিকা তৃষ্ণা বসাকের মেধাবী মায়াবী কলমে লেখা গল্প উপন্যাসগুলি বারবার পড়েও ফুরিয়ে ফেলা যায় না। খুঁজে চলতে হয় দুটি শব্দের অন্তবর্তী নৈঃশব্দকে। তৃষ্ণা বসাকের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলো 'নদী ও আগুনের উপাখ্যান'। আলোচ্য উপন্যাসটিতে দুটি পর্ব সংযোজিত হয়েছে। একটি হলো 'অবন্তিনগর' ও অপরটি হল 'অগ্নিবলয়'। 'অবন্তিনগর' অংশের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হলো মিথিলেশ,ঝিল্লি,অরুনাভ,সীমা ইত্যাদি। তাদের সহজ সাধারণ সংসার জীবনের সুখ-দুঃখ,হাসি-কান্না সহজ ভাষায় লেখিকা অঙ্কিত করেছেন। একটি প্রধান কাহিনীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি গড়ে

উঠেছে। একজন শিক্ষক সে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তার আদর্শবোধ, কর্তব্যবোধ প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন। এই উপন্যাসে মিথিলেশ ও ঝিল্লির অন্তময় জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন লেখিকা। লেখিকার এই উপন্যাসের রচনার মাধ্যমে তার সারল্যের ছবি স্পষ্টভাবে ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, বক্তব্যে লেখিকার স্পষ্টবাদীতার পরিচয় রাখে-

"সবশেষে মিথিলেশের শেষ কথা না সীমার এই কথাগুলো কোনটা বেশি দুর্বোধ্য কে জানে। চিল্লি বুঝতে পারে না কিছু। তার কান বৃষ্টির আওয়াজে বধির। অসময়ের এই বৃষ্টি আকাশ থেকে যেন রক্তের ধারা নেমে আসছে। সমস্ত পৃথিবী স্নান করছে রক্তে। রক্তের গন্ধে তার গা গুলিয়ে ওঠে।" [৪]

'অগ্নিবলয়' পর্বে দেখা যায় মূল চরিত্র আলিসিয়া মুখার্জি তিনি বিদেশি হলেও তার জন্মস্থান কলকাতায়। তাই তিনি বিদেশে চলে গেলেও তার জন্মস্থান সম্পর্কে স্মৃতি রয়ে যায়। গভীর আত্মিক সম্পর্ক রয়ে যায়। তাই একটা সময় সে কলকাতায় এসে কলকাতার অলিগলি, কলকাতার সমস্ত বাড়িঘর, পুরানো জীবন সহ বিভিন্ন প্রাচীন কলকাতার চালচিত্র তুলে ধরার বা খোঁজ করার চেষ্টা করেন। এ যেন লেখিকা আলিসার মধ্য দিয়ে তৎকালীন কলকাতার সমাজ জীবন এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।এই উপন্যাস আসলে এক যাত্রার গল্প যা বাইরের পিচের সড়কে নয়, ঘটে চলে বুকের নিচের গোপন রাস্তা ধরে? আর সে পথের পাশে পাশে বয়ে চলে একটা নদী, যে নদীর ধারে কোনদিন গিয়ে পৌঁছতেই পারেনি ঝিল্লি।আলিসিয়া সত্যিই কলকাতায় পুরনো গলি খুঁজিতে ছিল। কলকাতার রহস্যময় জগত মানুষজন,জীবন আর মৃত্যুর মাঝের কোন অনিশ্চয় ধূসরতায় নগ্ন ছবি। আলিসিয়া আর জয়ীর সমপ্রেম যেন আগুন পোড়া ছাই ফুঁড়ে ওঠা একটা গোলাপ কুঁড়ি। নদী আর আগুন না ফেরা আর ফেরার দুই অসাধারণ আখ্যান।

বিজ্ঞানী টেসলার জীবনীভিত্তিক উপন্যাস 'টেসলার টাওয়ার'। নিকোলা টেসলা বিখ্যাত বিজ্ঞানী। শিকাগোর বিশ্বমেলার আলোকসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন। স্বপ্ন ছিল টাওয়ার বসাবেন যেখানে সারা পৃথিবী সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংকেত ও ক্যাবল তার সংযোগ ছাড়া। ষোড়শ শতকের কবি চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রেম জীবননির্ভর উপন্যাস রচনা করেন 'চন্দ্রাবতী' নামে। তৃষ্ণা বসাকের সংবেদনশীল কলমে তাই চন্দ্রাবতী শুধু একটি দেশে বা কালে আটকে থাকেনি। তা হয়ে উঠেছে সব দেশের সব কালের নারী কবির একাকী পথ চলার রক্তাক্ত আখ্যান। তৃষ্ণা বসাকের প্রথম উপন্যাস 'বাড়িঘর' উপন্যাসের ভরকেন্দ্র নিরাশ্রয়তা। গৃহের চার দেওয়াল মধ্যে ঘটলেই হিংসা,সন্ত্রাসের ভয়াবহতা কমে না। বিস্তার কিছু ছোট হয় মাত্র। আরো অনেক ছোটবড় কেন্দ্রাতি বল এর বিভিন্ন তলে ক্রিয়াশীল, যারা কথা বস্তুর একমুখীনতাকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে নিজেদের মতো করে। 'অনুপ্রবেশ' উপন্যাসে একাধিক বিষয়ে অনুপ্রবেশের বিষয়কে অঙ্কিত করেছেন। কখনো হাংরি আন্দোলন, কখনো বিদ্যাপতির মিথিলা, কখনো রাধার অনন্ত অভিসার ,কখনো সীতার নিষ্ক্রমন বিভিন্ন বিষয়কে সুচারু রূপে তুলে ধরেছেন।

তৃষ্ণা বসাকের অন্যতম কাব্য 'লাইব্রেরী শার্ট খোলো'। উক্ত রচনায় লেখিকা লাইব্রেরিতে পাঠককে যাওয়ার আবেদন করেছেন। লাইব্রেরীতে জ্ঞানের উৎস রয়েছে। জ্ঞান সঞ্চয় করার কোন প্রবেশ পথ নেই। জ্ঞান সেখানে মুক্ত। কারণ সেখানে কোন প্রবেশপথ রাখা হয় না। লেখিকা আশা করেছেন লাইব্রেরী যেন সব জায়গায় গড়ে ওঠে। পাড়া থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর। সব জায়গায় লাইব্রেরী গড়ে তুলতে হবে। লেখিকা বলেছেন -

"দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি,
আলো জ্বলছে,
দেখতে পাচ্ছি

মহুয়া গাছের নিচে, বাঁশ পাতি পাখির ছায়ায়,
তাহলে লাইব্রেরি খুলল শেষমেশ,এই পার্ট রুদ্ধ পাড়াতেও!" [৫]

লেখিকা বলেছেন,যে দেশে লাইব্রেরি নেই সেই দেশের মানুষ চিরবঞ্চিত পৃথিবী থেকে। সেই দেশে অন্ধকার সর্বত্র বিরাজমান। দিনরাত্রি সংঘটিত হলেও কালের নিয়মে, সেখানে জ্ঞানশূন্য হওয়ায় সমাজের সব আবরণ এলোমেলো বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে। তাই লেখিকা বলেছেন –

"যে দেশে লাইব্রেরী নেই সে দেশে কেমন করে থাকো?
ও চির বঞ্চিতপাঠ বই তবে বন্ধ করে রাখো?

যে দেশে লাইব্রেরি নেই সে দেশেও দিবস রজনী
ভাত, ডাল, নুন, মাছ, কফিশপে সাইবার সজনী?" [৬]

লেখিকা ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী আশ্চর্য লাইব্রেরির প্রসঙ্গ এনেছেন লেখিকা বারবার লাইব্রেরী স্থাপনের কথা বলেছেন। আর পাঠকদের উদ্দেশ্যে পড়তে বলার অনুরোধ জানিয়েছেন। আলোচ্য অংশে লেখিকা পড়াশোনার জন্য লাইব্রেরী খোলার বিনম্র আবেদন করেছেন। সেখানে কেউ কেউ ত্রুটি বিচ্যুতি ধরলেও সব মিলিয়ে উক্ত কাব্যটিতে লেখিকা বারবার পড়ানোর জন্য আবেদন করেছেন পাঠকদের উদ্দেশ্যে।

তৃষ্ণা বসাকের অন্যতম একটি সংকলন গ্রন্থ হল 'প্রমীলা কলমে কল্পবিজ্ঞান'। উক্ত কল্পবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থে কুড়িজন প্রমিলার কল্পবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনা সংকলিত হয়েছে। বিশুদ্ধবাদীদের মতে সব গল্পকে কল্পবিজ্ঞান বলে স্বীকৃত দেবেন না। কল্পবিজ্ঞান মানেই কিন্তু শুধু নক্ষত্র যুদ্ধ নয় বরং তা ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানুষের মূল্যবোধ কী দাঁড়াবে। মানুষ এবং যন্ত্র মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে। প্রেম, যৌনতা সামাজিকতা কিভাবে বদলে যাবে। এর খানিকটা আন্দাজ আমরা কল্পবিজ্ঞানের গল্প থেকে পাই। লেখিকার একটি নিজস্ব কল্পবিজ্ঞান গল্প হল 'আদর ৩০৩০'। এখানে মূলত প্রধান দুজন চরিত্র নিয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছে।চিনার ও রি এর কাল্পনিক জন্ম,বাসস্থান, যোগাযোগ,সম্পর্কের টানাপোড়েন,পরস্পর চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সহ একাধিক বিষয়কে নিয়ে। কল্পনা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে যেন বাস্তব দিকটিকে তুলে ধরেছেন লেখিকা তার বর্ণনায়। সেই সূত্রে গল্পটি একটি অসামান্য কল্পবিজ্ঞানের গল্প হিসেবে সার্থকতা পেয়ে যায়। গল্পটিতে কল্পনার সুচারু বিষয়ের উপস্থাপন ও বিজ্ঞানের বিষয়কে সংযোগ ঘটিয়ে এক অপরূপ মেলবন্ধন ঘটিয়ে গল্পটিকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছেন। সেখানে এসেছে উপ পৃথিবী, উরক্কু চাকতি,ল্যাবে জন্মগ্রহণ, ১০ বছর ছাড়া রিনুয়াল,টেলিভিশন প্রভৃতি আর বাস্তবতার দিক থেকে বলা যায় চিনার ও রি এর নিরাশ্রয়তা,প্রণয় সম্পর্ক, ভয়, আতঙ্ক প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ সাবলীল শব্দ শব্দচয়ন ও ভাষার কারুকার্যে ও বাক্য বিন্যাসে এবং সর্বোপরি ঘটনার বিন্যাসে গল্পাকারের এক অনন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। আলোচ্য গল্প থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল –

"৩০৩০-এর পৃথিবীতে ঈশ্বর বা ধর্মের দরকারটাই বা কী? আর্কাইভ খুললেই দেখা যায় ধর্মের নামে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে পৃথিবীতে কত অকারণ রক্তপাত হয়েছে।" [৭]

আবার দেখা যায়, -

"চিনার অপেক্ষা করে রিয়ের সেই ডাকের। সেই ডাক আসার আগেই পৃথিবী আবার জলের তলায়। আবার উপ- পৃথিবীতে চলে এসেছে সে, রি ও এসেছে নিশ্চয়, সাত দিন ধরে ওকে খুঁজে চলেছে সে, কাজ না খুঁজে।" [৮]

এইভাবে চিনার ও রিয়ের জীবনের মানবিক সম্পর্ক গুলির পরিচয় তুলে ধরেছেন লেখিকা। সব মিলিয়ে তৃষ্ণা বসাকের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আর আধুনিককালে বাংলা সাহিত্য তথা কথা সাহিত্যের ভান্ডার কে সমৃদ্ধ করে চলেছেন নিরলস পরিশ্রমে ও চেষ্টায়।

নীতিহীন হিংস্র রাজনীতির চিহ্ন ,রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দেশের সামাজিক কাঠামো, অপরিমিত লোভের আগ্রাসন, অরাজকতা ইত্যাদি ঘটনা তাঁর সাহিত্যে স্তরে স্তরে দেখা যায় । বিশেষ করে সাধারণ মানুষের উপর রাষ্ট্র সন্ত্রাসের ছবি বারবার উঠে এসেছে তার সাহিত্যে। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখার জন্য সাহস থাকা অত্যন্ত জরুরী। 'অজিত সিং বনাম অজিত সিং' - একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। দাম্পত্য জীবনের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। আর একাধিক ছোটগল্পে ও উপন্যাসে। যেমন 'নদী ও আগুনের উপাখ্যান' 'টিস্যু পেপারের পানসি' নামক গল্পগ্রন্থের একাধিক গল্পে। তৃষ্ণা বসাকের লেখনীতে বারংবার এসেছে নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ,নারীর প্রতি অত্যাচারের শোষণতীব্রতা ,আবার নারীর উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের ধ্বনী ঘোষিত হয়েছে।

জয়াবতীর জয়যাত্রায় দেখা যায়, জয়বতীর দুঃসাহসিকতা,কুসংস্কার ভরা সমাজে বদ্ধ জলার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একটি মুক্তমনা মেয়ের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার দুঃসাহসিকতা এবং পাশাপাশি মজার কাহিনী সব বয়সের পাঠককেই জয়ের স্বাদ এনে দেবে-

"আক্কেল আমার নেই না তোর নেই? তুই ভাবলি কী করে শাড়ি পড়ে ওদের আমি উঠতে দেবো ঘোড়ার পিঠে? কী বুদ্ধি তোর পুণ্যি। ওদের জন্যে পেশোয়াজ তয়ের করতে হবে। মোচলমান পাড়ায় ইবাদুল খলিফা আছে না? তাকে খবর দিলেই এসে বানিয়ে দিয়ে যাবে ।" [৯]

'অজিত সিংহ বনাম অজিৎ সিং' , দু- দশক আত্মগোপন করে থাকা শতরূপা। যে নাকি হারিয়ে যাওয়া মানুষদের একটা দল বানাতে চায়। কিংবা খুন করতে গিয়ে মারকেজের বই পড়ায় জগাকে। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে বাংলার অজস্র মুখের ভাঙ্গাচোরা টুকরো খুঁজে চললেন তৃষ্ণা বসাক । তৃষ্ণা বসাকের রচনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের আগমন ঘটেছে। বাদ যায়নি তাঁর লেখনীতে কল্পবিজ্ঞানের পাঠ । তাঁর নিজের রচনায় কল্পবিজ্ঞানের বিষয় যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি তিনি কল্পবিজ্ঞান নিয়ে যারা গল্প রচনা করেছেন তাদের একাধিক জনের গল্প সংকলন করেছেন এবং সম্পাদনা করে বই প্রকাশ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সংকলন ও সম্পাদনা হল 'প্রমীলা কলমে কল্প বিজ্ঞান' নামক বইটি। এখানে একাধিক লেখক লেখিকার যেমন ২০ জনের গল্প অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর নিজের একটি গল্প 'আদর ৩০৩০'- এর চিনার ও ঋ-এর প্রণয় কাহিনী নিয়ে কল্পবিজ্ঞানের স্বাদ দিয়েছেন।' শূন্য কাননের ফুল ' রচনা করে নোয়া জারা, জিয়ান মালীর পুনর্জন্ম ও বর্তমানের সীমারেখা ছিন্ন করে প্রেমের চিরকালীনত্বকে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও লীলা মজুমদার, অনিতা অগ্নিহোত্রী যথাক্রমে আকাশ-

ঘাঁটি। সাগর থেকে ফেরা প্রভৃতি গল্প-কল্পবিজ্ঞানের আশ্বাস এনে দিয়েছেন পাঠকবর্গকে। বিশুদ্ধবাদীরা হয়তো সব গল্পকে কল্পবিজ্ঞান বলে পাশ নম্বর দিতে চাইবেন না। বিজ্ঞানশ্রয়ী গল্প। ভবিষ্যতের গল্প জায়গা করে নিয়েছো এখানে। কল্পবিজ্ঞান মানেই শুধু নক্ষত্র যুদ্ধ নয় বরং তা ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানুষের মূল্যবোধ কি দাঁড়াবে। মানুষ এবং যন্ত্র মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে ,প্রেম, যৌনতা ,সামাজিকতা কিভাবে বদলে যাবে এর খানিকটা আন্দাজ আমরা কল্পবিজ্ঞানের গল্প থেকে পাই। যা লেখিকা তাঁর রচনায় সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। লেখিকা তৃষ্ণা বসাক তাঁর কবিতা রচনায় রোমান্টিক আবেগ ঘন মনের পরিচয় থাকলেও কথাসাহিত্যে সেই আবেগের দিকে তিনি যথেষ্ট সচেতন শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনী রচনায় কখনো আবেগী হয়েছেন আবার পরক্ষণেই বাস্তবচিত্রকে তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্টবাদী হওয়ার জন্য সরাসরি সত্যের মুখ উন্মোচনের যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। বাস্তব-বঞ্চিত, শোষিত মানুষের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে অনুভব করেছেন, আর তার হুবাহুকে রচনায় তুলে ধরেছেন –

"পাশে শুয়ে প্রদীপ্ত নির্বিকারে ওর মতো ঘুমোচ্ছে এই শহর, এই সময়। কতদিন কতদিন স্বাভাবিক একটা ঘুম আসেনি তার। ঘুমায় যে সে তো ওষুধের জন্যে। নার্ভগুলো শান্ত করে রাখার ওষুধ। এই গুলো কি এই শহর টিকেও কেউ দিয়েছে? রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকলেও পাশ কাটিয়ে যায় কি করে না হলে? হসপিটাল ভর্তি নেয় না,দশ মাসের শিশু কন্যার একটা অস্ফুট আর্তনাদ ফোটে দোলনের গলায় ।" [১০]

তৃষ্ণা বসাক বাংলা কথা সাহিত্যে একজন প্রতিভাধর লেখিকা। যিনি একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি ই ও এম টেক হয়েও পূর্ণ সময়ের সাহিত্যকর্মের টানে ছেড়েছেন লোভনীয় অর্থকরী বহু পেশা। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছেন। সাধারণ নিম্নবৃত্ত মানুষদের দুঃখ দুর্দশার কথা বারবার তুলে ধরেছেন তাঁর রচনার মধ্যে ।অজিত সিং এর মত শ্রমজীবী মানুষের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা, লেখনীতে সুচারু রূপে ধরা পড়ে। ছোটদের জন্য কিছু রচনা দেখা যায়। অবহেলিত নারী জীবনের পাশাপাশি কুসংস্কার বর্জিত নারীর ছবি ও অঙ্কিত করেছেন জয়াবতীর মধ্য দিয়ে। সমকালীন, রাজনৈতিক ,আর্থ-সামাজিক বিষয় সহজেই তাঁর রচনায় চলে আসে। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়ান নি। তাঁর রচিত উপন্যাস, ছোটগল্প গুলি বর্তমান সমাজের এক বিশেষ দর্পণ। সভ্য সমাজে যখন অসামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ধরা পড়ে। সরাসরি তিনি লেখনীর মধ্যে তুলে ধরেন । সাথে সাথে রাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা কেও তুলে ধরেন। সুতরাং তৃষ্ণা বসাকের রচনায় যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের উপর ভিত্তি করে কথা সাহিত্য গড়ে তুলেছেন। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরতে তিনি আদৌ পিছপা হননি। অনেকসময় তাঁর উপন্যাস ডকুমেন্টারি মনে হলেও কিন্তু ডকুমেন্টারি উপন্যাসের খাঁচায় আবদ্ধ থাকেনি। চরিত্র সৃজনে ও তাদের সংলাপে ও জটিল দুর্বলতার কোনো ছাপ নেই।সহজ সরল চলিত ভাষায় অর্থাৎ মানুষের একেবারে মুখের ভাষাকে সাবলীল বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা করেছেন ।কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বিভাগ ও উপবিভাগ ও পর্যায় যেমন 'চরের মানুষ', 'অজিত সিং বনাম অজিত সিং'- ইত্যাদি রচনায় বিভাগ উপবিভাগের ছাপ পাওয়া যায়। ভাষার মধ্যে তৎসম দেশজ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার করেছেন। উপমা ও বর্ণনার ভাষায় লেখিকা তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। খুন,যৌনতা, প্রতিশোধ নিয়তিবাদের রুদ্ধশ্বাস সুড়ঙ্গে বাংলার বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে অজস্র সুখের ভাঙাচোরা টুকরো খুঁজে চললেন তৃষ্ণা বসাক তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পে। কখনো রাজনৈতিক কখনো সামাজিক সমস্যা আবার প্রেম বিষয়ক, জীবন নির্ভর আখ্যানসহ জাদু বিশ্বাস ও কল্পবিশ্বাসের জগতে ও বিচরণ করে চলেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তার সাহিত্যগুলি আধুনিক ভারত কথা।

তথ্যসূত্র :

১। বসাক, তৃষ্ণা, 'এখানে টাওয়ার নেই', পৃষ্ঠা-১৪
২। বসাক, তৃষ্ণা,'এখানে টাওয়ার নেই', পৃষ্ঠা-২৭
৩। বসাক, তৃষ্ণা, 'এখানে টাওয়ার নেই', পৃষ্ঠা- ৩৫
৪। বসাক, তৃষ্ণা,'নদী ও আগুনের উপাখ্যান', পৃষ্ঠা- ৪৮
৫। বসাক, তৃষ্ণা,'লাইব্রেরী শার্ট খোলো', পৃষ্ঠা-১৪
৬। বসাক, তৃষ্ণা,'লাইব্রেরী শার্ট খোলো', পৃষ্ঠা-২২
৭। বসাক, তৃষ্ণা,'প্রমীলা কলমে কল্পবিজ্ঞান', পৃষ্ঠা-১৪১
৮। বসাক, তৃষ্ণা,'প্রমীলা কলমে কল্পবিজ্ঞান', পৃষ্ঠা-১৪৩
৯। বসাক, তৃষ্ণা,'জয়াবতীর জয়যাত্রা', পৃষ্ঠা-৪৫
১০। বসাক, তৃষ্ণা,'অজিত সিং বনাম অজিত সিং', পৃষ্ঠা-১৯

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ

১। বসাক, তৃষ্ণা,'এখানে টাওয়ার নেই', একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি২০১৭, কলকাতা- ৭০০০৭৩
২। বসাক, তৃষ্ণা,'নদী ও আগুনের উপাখ্যান', একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০২৩, কলকাতা ৭০০০৭৩
৩। বসাক,তৃষ্ণা, 'লাইব্রেরী শার্ট খোলো', ধানসিড়ি, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০২২, কলকাতা ৭০০০৫০
৪। বসাক, তৃষ্ণা, 'প্রমীলা-কলমে কল্প বিজ্ঞান', প্রথমপ্রকাশ-২০২৩, কলকাতা ৭০০০৫০

সহায়ক গ্রন্থ

১। মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার, কালের প্রতিমা,প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৭৪
২। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, আগস্ট ২০১৫
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫
৪। আচার্য,দেবেশ কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি,এপ্রিল ২০১৪

সাময়িক পত্র

১। বসাক তৃষ্ণা, জলদর্চি বিদ্যুতিন পত্রিকা
২। দেব কৃষ্ণেন্দু, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন ভূমিকা
৩। আঢ্য তৃষ্ণা,কল্পবিজ্ঞানের গল্প, চতুর্থবর্ষ, প্রথম সংখ্যা